অনুবাদ সিরিজ-১

# দ্বীন হিফাযতে ছয়টি মূলনীতি

মূল লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদক: ইয়াসির বিন খলীলুর রহমান
শিক্ষার্থী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া

সম্পাদনায়: আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ

# দ্বীন হিফাযতে ছয়টি মূলনীতি

**মূল**

**শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ)**

**অনুবাদ**

**ইয়াসির বিন খলীলুর রহমান**

শিক্ষার্থী, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া

**সম্পাদনায়**

আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ

## প্রকাশকাল

জুলহিজ্জাহ, ১৪৪২ || জুলাই, ২০২১ || শ্রাবণ, ১৪২৮

## সার্বিক যোগাযোগ

https://www.facebook.com/dawahsalafiyyahbd



আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। উক্ত বইটি আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ এর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার এবং ছাপানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। স্মর্তব্য, সফটকপি হিসেবে বিনামূল্যে সবার কাছে পৌঁছে দেয়াই উদ্দেশ্য। বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে ছাপানোর জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।

والله ولي التوفيق

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| সম্পাদকের কথা | ৪ |
| ১ম মূলনীতি | ৬ |
| ২য় মূলনীতি | ৭ |
| ৩য় মূলনীতি | ৮ |
| ৪র্থ মূলনীতি | ৮ |
| ৫ম মূলনীতি | ৯ |
| ৬ষ্ঠ মূলনীতি | ১০ |

# সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ:

"উম্মাহ ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতদিন তারা তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে ইলম নিয়ে চলবে।" বিভিন্ন ছাহাবী ও সালাফদের থেকে এই অর্থবোধক বহু আছার ও কথা পাওয়া যায়। এজন্যই দেখি, বড় বড় আলেমরা শুরুতেই কোনো মৌলিক বই বা লিখনী লেখার আগে পূর্বের আলেমদের লিখনী ও সংকলনগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। অথবা বিদেশি ভাষার হলে অনুবাদ করতেন। আর এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, দিন যত যাবে, কিয়ামত যত কাছে আসবে, শরীয়তের জ্ঞান তত কমবে। সুতরাং, পূর্বের আলেমদের জ্ঞান যে আমাদের সময়ের চেয়ে বেশি ছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আলেমদের লিখনীর অনুবাদে হাত দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বই অনুবাদে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম আঞ্জাম দিয়ে যাব।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহর সব বই-ই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। কিতাবুত তাওহীদসহ বেশ কিছু বই অনুবাদ হয়েছে। আমরাও এ যাত্রায় তাদের সাথে শরীক হলাম ছোট্ট এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে।

বইটির টীকা লেখার ক্ষেত্রে মূল ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে রাখা হয়েছিল শায়খ আব্দুর রাজ্জাক আল-বদর হাফিযাহুল্লাহ কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি। তবে অন্যান্য আকীদার বইয়ের মূল থিমটা এখানে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

মূল বইয়ের নাম الأصول الستة, বাংলায় যেটার নাম দিয়েছি আমরা "দ্বীন হিফাযতে ছয়টি মূলনীতি"। বাস্তবেই, নিজের দ্বীনদারিতা বাড়ানোর জন্য, হকের উপর দৃঢ়তা আনার জন্য এসব মূলনীতির বিকল্প নেই। তবে সংক্ষিপ্ততার দরুণ প্রতিটা মূলনীতির দলীল মূল বইয়ে নিয়ে আসা হয়নি। ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোতে এসব বিস্তারিত দলীল আলোচিত হয়েছে।

শায়খ রহিমাহুল্লাহ যেমন সংক্ষিপ্ত রেখেছেন, আমরাও তেমনি সংক্ষিপ্ত রেখেছি; তবে প্রতিটার শেষে টীকাতে হালকা করে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এতে স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা এক জায়গায় পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ্।

শেষ করার আগে "আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ" সম্পর্কে দুটি কথা বলে নিই। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমানভাবে খারেজীসহ বিভিন্ন বিদয়াতী চিন্তাচেতনার আশঙ্কাজনক প্রসারে আমরা শঙ্কিত। বর্তমানে নেট জগতে এই সমস্যাটা আরো প্রকটভাবে ধরা পড়ছে। তাই কিছু দ্বীনী ভাইয়ের উদ্যোগ ও পরামর্শে ফেসবুক ভিত্তিক একটি গ্রুপ খোলা হয় এবং এই গ্রুপের তত্ত্বাবধানেই মূলত এবারের অনুবাদ। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো:

১) সালাফদের মানহাজে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা।

২) সবার মাঝে ইসলামের সঠিক বুঝটা ছড়িয়ে দেয়া।

৩) ব্যক্তিজীবনে সংশোধনের মাধ্যমে পুরো সমাজকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তোলা।

পরিশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই অনুবাদ, অনুবাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাফ করেন। এটাকে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন। আপনাদেরও দোয়াপ্রার্থী।

--আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ

**بسم الله الرحمن الرحيم**

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহা ক্ষমতা ও অসীম কুদরতের অত্যন্ত বিস্ময়কর ও সবচেয়ে বৃহৎ দলীল হলো : ৬টি মূলনীতি; যা আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মানুষের জন্যই এমন সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন, যেটা ধারণাতীত। অথচ খুব কম সংখ্যক মানুষ ব্যতীত অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও এসব বুঝতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

**প্রথম মূলনীতি:** আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা (যিনি একক, যার কোন শরীক নেই) এবং তার বিপরীত বিষয়ের বর্ণনা; আর তা হল আল্লাহর সাথে শিরক/অংশীদার স্থাপন করা। কুরআনের অধিকাংশ আয়াতে এই মূলনীতির ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এমন ভাষায় আলোচনা হয়েছে যা সবচেয়ে নির্বোধ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে সক্ষম।

অতঃপর উম্মাহর অধিকাংশের সাথে যা হবার তাই হল (মূর্খতা বিস্তার লাভ করল)। তখন শয়তান তাদের নিকট 'সৎব্যক্তিদের নিন্দা করা এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের হক আদায় না করা' (মুখে বলে তাওহীদ পন্থীদের বিরোধিতা করা)কে ইখলাস হিসেবে প্রকাশ করলো এবং 'সৎব্যক্তিদের ভালবাসা এবং তাদের আনুগত্য করা'র নামে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করলো।[1]

---

1 এই মূলনীতিতে বেশ কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। যেমন:

ক) মানব জীবনে বিশেষ করে মুসলিম জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা - তাওহীদ ও এর বিপরীত শিরক। এ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে কত শত আলোচনা আছে তা আশা করি বলতে হবে না। শুধু ঢালাও আলোচনাই করা হয়নি, বরং উদাহরণ দিয়ে বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে ইসলামী শরীয়তে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়কেই উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আর এদিকে ইঙ্গিত করেই লেখক বলেছেন: যা সাধারণ জনগণও বুঝতে পারে।

খ) সৎ বান্দাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিরকের আস্তরণ আমাদেরকে নূহ আলাইহিস সালামের জাতির মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এটা তো আমাদের চাক্ষুষ যে, বর্তমানেও বিদয়াতীরা আমাদের সালাফে সালেহীনের অনুসারীদেরকে ঠিক একই তোহমত দিয়ে থাকে।

গ) জ্ঞান থাকা বা পদবী থাকাটাই কারো সঠিকতার মাপকাঠি নয়। বরং, জ্ঞানী মানুষেরও ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটতে পারে। আর সেজন্যই আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা বলা হলেও আলেম ও সরকারের আনুগত্যের জন্য কুরআন সুন্নাহর সমানুপাতিক হতে বলা হয়েছে।

ঘ) উম্মাহর পথভ্রষ্টতা, দ্বীন বিমুখতা ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার মূলে রয়েছে শরয়ী জ্ঞানের অনুপস্থিতি। এজন্যই মূলত ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে। ইসলামের জ্ঞান থাকলেই কেবল দ্বীনকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা আসবে ও তাওফীক পাওয়া যাবে, আর তার পরপরই ইনশাআল্লাহ উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরে আসবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

আরো আছে, তবে সংক্ষিপ্ত কলেবরে এতোটুকুই ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট।

**দ্বিতীয় মূলনীতি:** আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই বিষয়টাকে এত নিষ্কলুষ ও সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন যে সাধারণ মানুষও অনায়াসেই অনুধাবন করতে সক্ষম এবং তিনি আমাদেরকে তাদের মতো হতে নিষেধ করেছেন যারা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি মুসলমানদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে এ ব্যাপারে সুন্নাহ'র বিস্ময়কর (উদাহরণ সম্বলিত ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক) বর্ণনা ।

এরপর মানুষের মাঝে বিষয়টা উল্টে এমন হয়ে গেল যে, দ্বীনের মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখা সমূহের ব্যাপারে বিভক্ত হওয়াটাই দ্বীনের ইলম এবং ফিকহ হয়ে দাঁড়াল। আর দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বললে তাকে যিন্দিক অথবা পাগল আখ্যা দেয়া হলো!![2]

---

2 এই মূলনীতিতে আমরা যেসব বিষয় দেখতে পাই:

ক) তাওহীদ বাস্তবায়ন ও শিরক বর্জনের সাথে সাথে মুসলিম ঐক্য কিভাবে গঠন করা যায়, সেই চিন্তায় বিভোর হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। আর মুসলিম ঐক্যের মূলভিত্তি হলো আকীদা বিশ্বাস। বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঐক্যবদ্ধতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো: পাশ্চাত্য প্রতীচ্য সব জায়গার আলেমদের আকীদা সংক্রান্ত বই পড়ে দেখবে যে একই। অথচ তাদের কোনো সময় দেখা হয়নি। আর এই আকীদাগত ও বিশ্বাসগত মিল না থাকার জন্য অমুসলিম ও মুনাফিকদের দৃশ্যত ঐক্যকে নিন্দা করা হয়েছে।

খ) দ্বীনী জ্ঞানের অভাবে মানুষ শয়তানের খেলনায় পরিণত হয়। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন: জেনে রেখ, মানুষের মাঝে ইবলীসের কাজের প্রথম পদক্ষেপ হলো: তাদেরকে ইলম থেকে বিরত রাখা। কেননা, ইলম হলো আলো। আলো নিভিয়ে দিতে সক্ষম হলে সে অন্ধকারে যাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শিকার করে!!" -(তালবীসু ইবলীস, ১/২৮৯)

গ) কেউ সরাসরি যে বিভক্তির দিকে আহবান করবে, ব্যাপারটা মোটেও এরকম না। বরং, বিদয়াতের দিকে, শিরকের দিকে, কুরআন সুন্নাহর বিপরীত কোনো কথা বা কাজের দিকে আহ্বান করাটাই মূলত বিভক্তির দিকে আহ্বান ও দ্বার উন্মোচন বলে বিবেচিত হবে। এজন্যই কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহ্বানকারীদের বলা হয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত আর বিদয়াতের দিকে আহ্বায়কদের বলা হয় আহলুল বিদ'য়াহ ওয়াল ফুরকাহ।

ঘ) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই ফারযিয়াতকে অনেকেই ঠাট্টার ছলে দেখে। অথচ উম্মাহর জেগে ওঠার অন্যতম মূল নিয়ামক শক্তি এই জামা'আতবদ্ধতা। তবে এটাকে কখনোই সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণে নিয়ে সংকুচিত করা উচিত নয়। বরং সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে চেষ্টা করলেই আমাদের বাহ্যত অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে বিইযনিল্লাহ।

ঙ) যুগে যুগে উম্মাহর হকপন্থী সালাফী আলেমগণ বিভিন্ন অপবাদে দুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে সময়ের বিবর্তনে তারা যাবতীয় অপবাদের কলুষতা থেকে নিষ্কলুষ হয়ে বের হয়ে এসেছেন। শুধু প্রয়োজন দৃঢ়তার।

**তৃতীয় মূলনীতি:** নিশ্চয়ই (উপরের মূলনীতির) ঐক্যবদ্ধতার পরিপূরক হচ্ছে আমীরের কথা শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করা- যদিও সে একজন হাবশী দাস হয়-। আর আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টাকে শারঈ ও কাদরি দুই ভাবেই বিভিন্ন ভাষায় পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলনীতিটা এমন হয়ে গেছে যে জ্ঞানের দাবিদাররাও এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহলে আমল হবে কিভাবে?[3]

**চতুর্থ মূলনীতি:** ইলম, আলেম, ফিকহ, ফকীহদের সম্পর্কে আলোচনা এবং আলেম ও ফকীহরূপী ভণ্ডদের স্বরূপ উন্মোচন। আর আল্লাহ তা'আলা এই মূলনীতি বিষয়ে সুরা বাকারার শুরুতেই এরশাদ করেছেন। তিনি বলেন, يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَ اَوۡفُوۡا بِعَهۡدِىۡۤ اُوۡفِ بِعَهۡدِكُمۡ ۚ وَ اِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ অর্থ: হে ইসরাঈল বংশধরগণ তোমরা আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর, (সূরা বাকারা, ৪০)।

এই আয়াত পর্যন্ত- يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَ اَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ অর্থ: হে ইসরাঈল বংশধরগণ! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয় আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরা বাকারা:৪৭) [মোট আটটি আয়াত] এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে এ ব্যাপারে নির্বোধ সাধারণ মানুষদের জন্য সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট বিশদ বর্ণনা। কিন্তু পরবর্তীতে তা সবথেকে অপরিচিত ও আশ্চর্যজনক বিষয়ে পরিণত হয়!! ফলে ইলম এবং ফিকহ উভয়টি বিদয়াত ও ভ্রষ্টতা হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক করেছেন এবং যে জ্ঞানের প্রশংসা

---

3 জামা'আত থাকবে অথচ তার একজন নেতা থাকবে না, এমনটা হতেই পারে না। আবার নেতা থাকবে অথচ তার আনুগত্য করা হবে না, এটাও অসম্ভব। তো নেতার আনুগত্যের ক্ষেত্রে সালাফী ও বিদয়াতীদের মাঝের ভেদরেখা হলো: সালাফীরা ভালো মন্দ সব নেতারই শরীয়ত সমর্থিত কাজে আনুগত্য করেন এবং এটাকে ওয়াজিব বলেন; পাশাপাশি শরীয়ত গর্হিত কোনো কাজ করে বসলে উপযুক্ত উপায়ে এর বিরোধিতা করেন। তবে কোনো অবস্থাতেই বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা জায়েয ও বৈধ বলেন না। অপরপক্ষে, বিদয়াতীরা প্রথমত: নিজ দল ও মতের বাইরের কাউকে মেনে নেয় না, দ্বিতীয়ত: মেনে নিলেও শরীয়ত নিষিদ্ধ কোনো কিছু হয়ে গেলেই বিদ্রোহের ঝান্ডা নিয়ে বের হয়। পাশাপাশি এই বের হওয়া বা বিদ্রোহের বিরোধীদের মুরজিয়া, দরবারি ইত্যাদি বহুবিধ পদবী দিয়ে দেয়। والله المستعان । এখানে শারঈ বলতে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি আর কাদরী বলতে যুগে যুগে রাজা বাদশা আমীর উমারার ইতিহাসের বিবরণ বুঝানো হয়েছে। যেটা কুরআন সুন্নাহয় আমরা দেখতে পাই।

করেছেন, সে-ই জ্ঞানের ধারক ও বাহক (তাদের মতে) যিন্দিক নতুবা পাগল!! অপরদিকে, যে এটাকে অস্বীকার করে, এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে, এই মহান জ্ঞান থেকে সতর্ক করে কিতাব রচনা করে অথবা এ থেকে নিষেধ করে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত ফকীহ আলেম!![4]

**পঞ্চম মূলনীতি:** আল্লাহ তা'আলার অলি অর্থাৎ বন্ধুদের ব্যাপারে বর্ণনা এবং তাদের মাঝে ও বাহ্যিকভাবে তাদের বেশধারী আল্লাহর শত্রু মোনাফেক, পাপিষ্ঠদের মাঝে পার্থক্যের বিবৃতি। আর এ ব্যাপারে এ কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট: সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন: قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ " يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ يَغۡفِرۡ لَـكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ‌ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ অর্থ: বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান, ৩১)

আর সূরা মায়িদাতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ يَّرۡتَدَّ مِنۡكُمۡ عَنۡ دِيۡنِهٖ فَسَوۡفَ يَاۡتِى اللّٰهُ بِقَوۡمٍ يُّحِبُّهُمۡ وَ يُحِبُّوۡنَهٗۤ অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে;

---

4 এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানে। সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

ক) কুরআন ও সুন্নাহতে ইলমের যেসব ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা শুধুমাত্র শরয়ী জ্ঞান উদ্দেশ্য। দুনিয়া আখিরাতে ইলম ও আলেমের যে মহান মর্যাদা তা আমাদের সবারই জানা। সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, দ্বীন টিকে থাকে আলেমদের মাধ্যমেই; যার কারণেই মূলত আলেমদেরকে নবীদের ওয়ারিছ বলা হয়েছে।

খ) এতসব মহান ফযীলত ও মর্যাদা দেয়ার পাশাপাশি আলেমদের উপর এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর তা হলো দ্বীনের সঠিক জ্ঞান প্রচার ও প্রসার করা। এই দায়িত্বের ক্ষেত্রে এসেই আলেমের দ্বীনদারিতা ও পরহেযগারিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তো যারা এই মহান দায়িত্বের ভারের চেয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনের চাহিদাকে প্রাধান্য দেবে, তারাই হবে উলামায়ে সূ'। যাদের কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারির পাশাপাশি আমাদেরকেও সতর্ক সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। উম্মাহর উপর বহিঃশত্রু ও জালেম শাসকরা যতটা না ক্ষতিকর, তার চেয়েও এইসব ছদ্মবেশী আলেম বেশি ক্ষতরনাক।

গ) যারা সঠিকতার ঝাণ্ডাবাহী হবেন, তারাই যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে নবীদের ওয়ারিছ; সেহেতু অপবাদ, লাঞ্ছনা, বিভ্রান্তিকর মন্তব্য তাদের একটা নিয়তি। এসব মেনে নিয়েই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, দ্বীনকে উঁচু করার নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে।

আলোচ্য মূলনীতিটার বাস্তবতা আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। সালাফী আলেমদের সেকেলে, বাস্তবতা বর্জিত, কান্ডজ্ঞানহীন ইত্যাদি বলে গালি দেয়া হয়। অথচ যারা কুরআন সুন্নাহর আলোর বাইরে অন্ধকারের দিকে আহবান করে, তাদেরকেই আলেম, স্কলার প্রভৃতি উপনাম দেয়া হচ্ছে।

আরেকটা দিক লক্ষণীয়, বাতিলপন্থীরা সবাই নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে ও সমর্থন বাড়াতে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল দেবে, কিন্তু ইস্তিদলাল ও নির্ণয়ে শঠতার আশ্রয় নেবে।

অন্যদিকে সূরা ইউনুসে মহান আল্লাহ বলেন: اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ,الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ كَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ অর্থ: জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা ইউনুস, ৬১-৬২)

এরপরেও অধিকাংশ "ইলম দাবিদার, সৃষ্টির পথপ্রদর্শক, শরীয়তের রক্ষক" (!?) ডিগ্রিধারীদের নিকট বিষয়টি এমন হয়ে গেল যে: আল্লাহর ওলীদের আবশ্যিকভাবে রাসূলগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করতে হবে!! সুতরাং যে রাসুলগণের আনুগত্য করবে সে তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধুদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং আবশ্যিকভাবে ওলীদেরকে জিহাদ বর্জন করতে হবে!! সুতরাং, যে জেহাদ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাদের মাঝে তাকওয়া ও ঈমান থাকলে চলবে না সুতরাং যে ব্যক্তি তাকওয়া ও ঈমানের বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়!![5] হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নিকট আমরা ক্ষমা চাই, নিশ্চয়ই তুমি আহ্বান শ্রবণকারী।

**ষষ্ঠ মূলনীতি:** কূর'আন-সুন্নাহ পরিত্যাগের ক্ষেত্রে শয়তানের তৈরিকৃত সংশয় এবং বিভিন্ন বিভক্তকারী মতাদর্শ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রতিহত করা; আর সে সংশয়টা হচ্ছে: কুরআন-সুন্নাহ কেবল মুতলাক মুজতাহিদগণই বুঝবে। আর মুজতাহিদ মুতলাক হলো ঐ ব্যক্তি, যার মাঝে এই এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটবে; এমন সমস্ত গুণ যা হয়তো আবু বকর এবং ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর মাঝেও পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। যদি কেউ এই পর্যায়ের না হয়, তবে সে যেন অবশ্যই কুরআন সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে! -এতে কোন সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই -! আর যে

---

5 এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, প্রতিটি মুমিন মুত্তাকি ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। যেমনটি উপর্যুক্ত সূরা ইউনুসের আয়াতে বিবৃত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে কোনো কারামত প্রকাশিত হয়ে গেলে সেটা অবশ্যই তার মর্যাদা, কিন্তু এটাকে শরীয়তের আলোকে বিচার করতে হবে। শরীয়ত অসমর্থিত কিছু ঘটে গেলে বুঝতে হবে এটা শয়তান ঘটিয়েছে। তবে ওলী হওয়ার জন্য কারামত শর্ত নয়। আবার অলৌকিক কিছু ঘটে যাওয়াও ওলী হওয়ার প্রমাণ নয়। সবকিছু বিবেচিত হবে শুধুমাত্র শরীয়তের পাবন্দির উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ কারো তাক্বওয়া এবং দ্বীনদারিতাই বলে দেবে সেটা কারামত নাকি শয়তানের কর্ম। এখন বর্তমানে নামধারী যেসব ওলী-আওলিয়া মাঠে-ঘাটে, খানকায় দেখা যায়, তারা শরীয়তের কোনো খোঁজখবর রাখে না; বরং উল্টো সবাইকে শরীয়তের গণ্ডির বাইরে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, তারা তো আল্লাহর ওলী নয়ই, বরং আল্লাহর শত্রু এবং শয়তানের ওলী। এ ব্যাপারে আমাদেরকে ওলীদের ওলীত্ব ও কারামত সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাতিল ফিরকাদের থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং, আমরা স্বাভাবিকভাবে যাকে তাকে যেমন আল্লাহর ওলীর আসনে বসাব না, তেমনি শরীয়তের পাবন্দ কাউকে কারামতের অনুপস্থিতির কারণে ওলী থেকে বের করেও দেব না। বরং, সবকিছুই আমরা বিচার করব দলীল ও শরীয়তের মাপকাঠিতে।

ব্যক্তি সরাসরি কুরআন সুন্নাহ হতে হেদায়েত অন্বেষণ করে হয় সে জিন্দিক নতুবা পাগল- কারণ (তারা মনে করে) কুরআন হাদিস বুঝা অত্যন্ত কঠিন -! মহান আল্লাহর প্রশংসা সহকারে (এসব থেকে) তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি! সুবহানাল্লাহ।

অথচ আল্লাহ তা'আলা কত বার, কত পদ্ধতিতে এইসব নিকৃষ্ট সংশয় প্রতিহত করার ব্যাপারে বলেছেন যেগুলি ব্যাপক প্রয়োজনীয় ও নিশ্চিতের সীমায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন: إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَـانِ فَهُم مُّقْمَحُـونَ - وَجَعَلْنَـا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَـٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِـرُونَ - وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُـونَ - إِنَّمَـا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِـيَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِـٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّـرْهُ بِمَغْفِـرَةٍ وَأَجْـرٍ كَـرِيمٍ - অর্থ: ৮. নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। ৯. আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি। তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না। ১০. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। ১১. আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে যিকর (কুরআন সুন্নাহর) এর অনুসরণ করে এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন। (সূরা ইয়া-সীন, ৮-১১)।[6]

---

6 আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে ওয়াদাবদ্ধ। এটা করার জন্য সে তার যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করছে। সূরা বানী ইসরাঈলে যেমন বলা হয়েছে, সে পদাতিক, অশ্বারোহী, লোভ লালসা ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের উপর হামলে পড়ে। আর সেই মানুষটা যদি হয় একটু সৎ, দ্বীনদার, আল্লাহভীরু, তাহলে তো কথাই নেই। তখন সে একদম আদা নুন খেয়ে নেমে যায় এই লোকটাকে ঘায়েল করতে, দিন রাত অবিরাম চেষ্টা চলতেই থাকে পদস্খলন হওয়ার আগ পর্যন্ত। শরীয়তের জ্ঞানপিপাসু ও তুল্লাবুল ইলমের যিল্লতি ঘটানোর জন্য তুলনামূলক বেশি তৎপর। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে শয়তান বিভিন্ন ভূমিকা কৌশল অবলম্বন করে। তন্মধ্যে অন্যতম কয়েকটি এই মূলনীতিতে উল্লিখিত হয়েছে।

১) কুরআন শুধু মুজতাহিদ মুতলাকরাই বুঝবে। সুতরাং, আমরা সাধারণরা বুঝতে পারব না এমনকি চেষ্টাও করতে পারব না!!

২) মুজতাহিদ মুতলাক হতে হলে এই এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তার ভিতরে এমন সব শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকে, যা হয়তো আদৌ কোনো মানুষের মাঝে পাওয়া যাবে না।

৩) সর্বশেষ এবং এটাই মূল: বর্তমান যুগে কোনো মুজতাহিদ নেই। ফলে কেউ কুরআন গবেষণা করতে পারবে না!! অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে? (সূরা মুহাম্মদ, ২৪)। কুরআন নাযিল করা হয়েছেই চিন্তা ভাবনা করার জন্য, এখন চিন্তা ভাবনা না করলেই কেবল তাদেরকে সহজেই শিকার করা যাবে।

এ তো গেল কুরআনের কথা। এখন ইবাদতগুজার বান্দাকে ঘায়েল করার জন্য শয়তানের বেশ কয়েকটা ধাপ আছে। সেগুলো হলো:

১) বেশি বেশি নফল ইবাদতের কথা বলে মাঝে মাঝে ফরয বাদ যাবে। =

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত শান্তির ধারা বর্ষিত হতে থাক আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর। আলহামদুলিল্লাহ।

**আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমাল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমাল ছাড়া। ১. সদাকাহ জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।**

**- (ছহীহ মুসলিম, ৪১১৫)**

**সমাপ্ত**

= ২) এভাবে কিছুদিন পর ফরযের প্রতি অলসতা চলে আসলে আস্তে আস্তে নফল ইবাদত বাদ যাবে। তারপর নফল বাদ দিতে দিতে এক সময় নিয়মিত ইবাদত বিমুখ থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের রক্ষা করুন। দ্বীনের হিফাযত ও পাবন্দ হওয়ার তাওফীক দিন।

# আদ-দা'ওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ সম্পর্কে দুটি কথা

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমানভাবে খারেজী ও বিদয়াতী চিন্তা চেতনার আশঙ্কাজনক প্রসারে আমরা শঙ্কিত। বর্তমানে নেট জগতে এই সমস্যাটা আরো প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তাই কিছু দ্বীনী ভাইয়ের উদ্যোগ ও পরামর্শে ফেসবুক ভিত্তিক একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। এবং এই গ্রুপের তত্ত্বাবধানেই মূলত এবারের অনুবাদ। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো:

১) সালাফদের মানহাজে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা।
২) সবার মাঝে ইসলামের সঠিক বুঝটা ছড়িয়ে দেয়া।
৩) ব্যক্তিজীবনে সংশোধনের মাধ্যমে পুরো সমাজকে শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তোলা।

## দ্বীন হিফাযতে ছয়টি মূলনীতি

মূল লেখক: শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদক: ইয়াসির বিন খলীলুর রহমান

শিক্ষার্থী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া